আই ডি নংঃ ২০

৮. শামসুল আলম

বয়স ঃ ২০ বছর

শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ

পিতা ঃ আবদুল জলিল

বর্তমান ঠিকানা ঃ আরাপাড়া , সাভার, ঢাকা।

মোবাইল ফোন নংঃ ০১৭২১৭৯৯২২৬

সাক্ষাতকার থেকে পাওয়া ঃ

নওগাঁ জেলার মান্দা উপজেলার বানেশ্বর গ্রামের বাসিন্দা । তিন ভাই এক বোনের সংসারে মা ও বাবা বর্তমান । বাবা কৃষক । নিজেদের ২ বিঘার মত আবাদি জমি আছে । বাবা সেটাই আবাদ করে সংসার চালান । তিন কক্ষ বিশিষ্ঠ মাটির ঘরেই তাদের আবাস ছিল । সংসারের আভাব অনটনে খুব একটা লেখাপড়া করা হয়ে উঠে নাই । অবশেষে পাড়ি জমান ঢাকায় গার্মেন্টস কর্মি হিসেবে । কিন্তু ভাগ্যর নির্মম পরিহাস তাকে পড়তে হয় সাভার রানা পণ্ডাজার ট্রাজিডিতে। ভবন ধ্বসে পড়ার ৬ ঘন্টা পর সে উদ্ধার হয় । সেখানে সে গুর“তর ভাবে মের“দন্ডের হাড় ও ডান হাত ভেঙ্গে যায় । এ কারনে মাজা থেকে পা এর নিচ থেকে পা পর্যন্ড় একদম নড়াতে পারেন না এবং কোন অনুভূতি নাই। এনাম হাসপাতালে ৩ দিন থাকার পর কোন উন্নতি না হওয়ায় তাকে ঢাকার পঙ্গু হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয় ।এখানে ডাক্তার সাহ আলমএর অধিনে চিকিৎসা নিতে থাকেন। এ সময় তার সাথে ছিলেন বাবা ও মামা আবুল হোসেন । কিন্তু চিকিৎসার ২৩ দিন চলে যাবার পর ও তেমন কোন উন্নতি না দেখতে পাওয়ায় পঙ্গু হাসপাতাল গত মে মাসের ১৪ তারিখের দিকে তাকে সাভার সিআরপিতে পাঠিয়ে দেয়। এখন সে সাভার সিআরপিতে ৬ নং ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন । সামসুল পঙ্গুতে থাকাকালীন বিভিন্ন জায়গা থেকে ৫৫ থেকে ৬০ হাজার টাকার মত অর্থ অনুদান পান । যা বর্তমানে তার চিকিৎসার পেছনেই খরচ হচ্ছে। সামসুলের মামার কাছ থেকে যানা যায় ডাক্তার বলেছে তিনি সম্ভবত আর নিজ পায়ে দাঁড়াতে পারবেনা । তবে এখন সে মাজায় বেল্ট পরে কোন রকম হুইল চেয়ারে বসতে পারেন। তবে তা বেশি ক্ষনের জন্য নয়। তার পরিবার এখন তার ভবিষৎ নিয়ে খুবই চিন্ড়িত । কারন তার আর উপার্জন করার ক্ষমতা নাই।

মন্ড়ব্য ঃতাকে দুটি দেশি গাভি কিনে দিতে হবে । দুটো থেকে প্রায় দিনে ৮-১০ সের দুধ পওয়া যাবে । যা বিক্রি করে তার মোটামুটি সংসারের খরচের অনেকটাই যোগান হবে। দুটো গাভীর সম্ভাব্য দাম ৩০ হাজার করে ৬০ হাজার টাকার মধ্য হবে ।

অনুদানের প্রস্ড়াব ঃ ৬০০০০/- (ষাট হাজার টাকা)

কখ ৪৫২০৪৭২

স্পন্দনবি বাংলাদেশ

স্পন্দনবি বাংলাদেশ এবং রানা প্লাজা ভবন ধ্বসে আহত কর্মক্ষমহীন সদস্য/সদস্যার মধ্যে দ্বিপাক্ষীক চুক্তি পত্র যাহা অদ্য ২৫-১১-২০১৩ ইং তারিখে সম্পাদিত হলো ।

চুক্তি-পত্রের পক্ষ

প্রথম পক্ষঃ স্পন্দনবি বাংলাদেশ, (বাংলাদেশ এনজিও ব্যুরো কর্তৃক নিবন্ধিত একটি প্রতিষ্ঠান যার নিবন্ধন নং ২৬২৩ এবং যাহা একটি সাহায্য সংস্থা হিসাবে কাজ করছে) ১৬/১৯, ফ্ল্যাট#৯এ, তাজমহল রোড, ব্লক-সি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ এর পক্ষে উহার কান্ট্রি ডিরেক্টর মসিহ-উর রহমান ।

দ্বিতীয় পক্ষঃ নামঃ শামসুল আলম
পিতা ঃ আবদুল জলিল
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম বানিশহর (কালীতলা বাজার), উপজেলা ঃ মান্দা, জেলা ঃ নওগাঁ।
বর্তমান ঠিকানা ঃ গ্রাম বানিশহর (কালীতলা বাজার), উপজেলা ঃ মান্দা, জেলা ঃ নওগাঁ।
(যিনি নিম্ন বর্ণিত সুবিধাভোগী হিসেবে নিজে এবং তার অনুপস্থিতিতে তার পরিবারের প্রতিনিধিত্ব করছে)

২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল ঢাকার অদূরে সাভারে অবস্থিত "রানা প্লাজা" নামে একটি ৯ (নয়) তলা ভবন ধ্বসে পড়ে যাহাতে কর্মরত সহস্রাধিক পোশাক শ্রমিক মর্মান্তিক ভাবে মৃত্যুবরণ করে এবং দুই হাজারেরও বেশি শ্রমিক গুরুতরভাবে আহত হয়। আহতদের মধ্য অনেকেরই বিভিন্ন অঙ্গহানী হয়। আহতদের মধ্যে অনেকেই চিরতরে কর্মক্ষমতা হারিয়ে আর্থিক কষ্টে মানবেতর জীবন যাপন করছে। এই আহতদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে স্পন্দনবি বাংলাদেশ একটি প্রকল্প হাতে নেয় এবং আহতদেরকে সরাসরি অর্থ সাহায্য প্রদানের পরিবর্তে তাহাদেরকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয় । এমতাবস্থায় বিভিন্নভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আহতদের মধ্যে হইতে বাছাইক্রমে একটি তালিকা তৈরি করা হয় এবং এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পূর্বক নিম্নোক্ত শর্ত/ নীতিমালা সাপেক্ষে একটি চুক্তিপত্র সম্পাদন করার সিদ্ধান্ত হয় ।

আহতের বর্ননা ও সুবিধা গ্রহনের উদ্দেশ্য

সাভার রানা প্লাজা দূর্ঘটনায় তিনি (শামসুল আলম) সারা শরীরে ও মেরুদন্ডে গুরুতর আঘাত পান । চিকিৎসার পর তিনি বাড়ী ফিরে গেছেন কিন্তু এখনও হাঁটতে পারেন । ভারী কোন কাজ করা তার পক্ষে সম্ভব নয় । তিনি এখন বাড়ির অন্য সদস্যর উপর নির্ভর করে দিনানিপাত করছেন। এহেন আবস্থায় তিনি তার বাবার সাথে একটি দুধেল গাভি পালন করতে পারবেন বলে বিশ্বাস করেন । তাই তাকে ২...টি গাভী কিনে দেয়া হলে তার সংসার চালনার জন্য সহায়ক হয়।

কখ ৪৫২০৪৭৩

শর্ত/নীতিমালা

ক. গাভী ক্রয়ের জন্য প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষকে সর্বমোট ৬০,০০০ (ষাট হাজার) টাকা প্রদান করবেন ।

খ. প্রদত্ত সাহায্যের মাধ্যমে দ্বিতীয় পক্ষ নিম্নবর্ণিত উপায়ে পুনর্বাসিত হওয়ার অঙ্গীকার করছে-প্রাপ্ত সাহায্য দুধেল গাভী স্পন্দনবি বাংলাদেশের নিকট অনুদান হিসাবে গ্রহণ করিবেন।

গ. পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ক্রয়কৃত গাভী কোন ক্রমেই বিক্রয়, দান বা অন্যর নিকট হস্তান্তর করতে পারিবেনা ।

ঘ. পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় অনুদানকৃত সম্পদ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা প্রথম পক্ষ তত্বাবধান ও অনুসন্ধানের সম্পূর্ণ অধিকার সংরক্ষণ করে।

ঙ. যদি কোন কারণে দ্বিতীয় পক্ষ এই নথিতে বর্ণিত নীতিমালা অনুসরণে ব্যর্থ হয় বা গাভীটির মৃত্যু হয়, তবে যে কোন মুহূর্তে প্রথম পক্ষ বাকী সাহায্য প্রদান (যদি থাকে) বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

উপরের বর্ণিত সকল শর্ত/নীতিমালা আমলে নিয়ে এবং উহা যথাযথ ভাবে প্রতিপালনে অঙ্গিকারাবদ্ধ থাকিয়া পক্ষগণ অত্র চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন।

স্বাক্ষর
(প্রথময় পক্ষ)
(মসিহ-উর রহমান)
কান্ট্রি ডিরেক্টর
স্পন্দনবি বাংলাদেশ

স্বাক্ষর
(দ্বিতীয় পক্ষ)
(শামসুল আলম)
ঠিকানা- গ্রাম ঃ বানিশহর (কালীতলা বাজার), উপজেলাঃ মান্দা, জেলা ঃ নওগাঁ।

স্বাক্ষী গণের স্বাক্ষরঃ

১।

২।

৩।